মুখবন্ধ

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' বাংলাদেশ সরকারের একটি নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা। প্রতি বছর বাজেট অধিবেশনে অন্যান্য বাজেট ডকুমেন্টস্ এর সাথে সমীক্ষাটি প্রকাশ করা হয়। সমীক্ষায় মূলত সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনীতির খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি তুলে ধরা হয়।

২। বাংলাদেশের অর্থনীতি কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের অভিঘাত মোকাবিলা করে ইতোমধ্যে কোভিড পূর্ব অবস্থায় ফিরতে শুরু করেছে, তবে অভিঘাত উদ্ভূত বৈশ্বিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক মন্থর গতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৮৮ শতাংশ। কোভিডকালীন সময়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির এ হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩.৪৫ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.১০ শতাংশে উন্নীত হয়। বিবিএস এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.০৩ শতাংশ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ২,৭৬৫ মার্কিন ডলারে।

৩। কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শক্তিশালী হলেও সরবরাহ চেইনে সংকট তৈরি হওয়ায় বিশ্ব চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিয়েছে। ২০২১ সালের শুরু থেকেই বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলসহ সকল প্রকার পণ্য মূল্যে ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয় এবং তা চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আরও বেগবান হয়েছে। এতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬.১৫ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল, ২০২৩) গড় মূল্যস্ফীতির হার ৮.৮৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৫.৮৮ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে এপ্রিল ২০২৩-এ মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৯.২৪ শতাংশ, যা এপ্রিল, ২০২২-এ ছিল ৬.২৯ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সরকার রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আওতায় নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ওএমএস-এর আওতা বৃদ্ধি এবং প্রায় ১ কোটি দরিদ্র মানুষকে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা স্বল্প মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে। এছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানিতে শুল্কহ্রাস এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদের হার বৃদ্ধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১১.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৬০,৫৭০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ২,২৭,৫৬৬ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮.৩৭ শতাংশ বেশি। রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় চলমান সংস্কার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সরকার সতর্ক রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকৃত বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪.৬ শতাংশ। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রণোদনা প্যাকেজের মতো এক বিশাল কর্মকাণ্ডের যথাযথ ও সময়োচিত বাস্তবায়ন অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৫। বিশ্বব্যাপী পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালের ৫.৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৩ সালে ২.৪ শতাংশে নেমে আসবে মর্মে আইএমএফ-এর আউটলুক, জানুয়ারি ২০২৩ আপডেট-এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ, ২০২৩-এ রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪১,৭২১.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.০৭ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, জুলাই-মার্চ, ২০২৩ সময়ে আমদানি ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৫৩,৯৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৩৩ শতাংশ কম। এসময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ৪.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,০৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ফলে জুলাই-মার্চ, ২০২৩ সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে

ঘাটতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ঘাটতি ১৪,৩৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে হ্রাস পেয়ে ৩,৬৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

৬। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতির চলমান ধারা অব্যাহত রেখেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report, 2022–23) অনুযায়ী, মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ ১৯১টি দেশের মধ্যে ১২৯তম অবস্থানে রয়েছে। পূর্ববতী ২০২০-এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৩৩তম ছিল। অর্থাৎ, এসময়ে বাংলাদেশের অবস্থানের চার ধাপ উন্নয়ন ঘটেছে। ইতঃপূর্বে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি) এর ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সরকার 'রূপকল্প ২০২১' এর কৌশলগত দলিল হিসেবে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা '২০১০-২০২১' বাস্তবায়ন শেষে 'রূপকল্প ২০৪১' এর কৌশলগত দলিল হিসেবে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা '২০২১-২০৪১' প্রণয়ন করেছে। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট সুখী ও সমৃদ্ধ উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

৭। যথাসময়ে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩' প্রকাশ করার জন্য আমি অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সাথে, আমি সমীক্ষা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি, সমীক্ষাটি গবেষক, পেশাজীবী, পরিকল্পনাবিদ, ছাত্র, পাঠক এবং অন্যান্য অংশীজনের নিকট বৈশ্বিকসহ বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবে।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়